প্রথম আলো

তারিখ 16 DEC 2017
পৃ ... কলাম ...

সরকারি পিএন বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের পুনর্মিলনী

সাবেক শিক্ষার্থীদের শপথ

রাজশাহী প্রতিনিধি ●

মঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছিলেন কয়েকজন তরুণী। আরেকজন হঠাৎ চিৎকার করতে করতে ছুটে এলেন। যোগ দিলেন তাঁদের সঙ্গে। এদিক-সেদিক ঘুরে সবাই মিলে তুললেন আরও কিছু ছবি। তারপর শুরু হলো একে অপরের সঙ্গে আলাপচারিতা। কৈশোরের রঙিন স্মৃতিকথা বলতে বলতে ফিরে গেলেন স্কুলজীবনের ফেলে আসা দিনগুলোতে।

এঁরা সবাই রাজশাহীর সরকারি পিএন বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের ২০০১ ব্যাচের শিক্ষার্থী। শুধু তাঁরাই নন, তাঁদের মতো আরও প্রায় অর্ধশত ব্যাচের শিক্ষার্থী মেতে উঠেছিলেন এমন আনন্দ মিলনে। প্রায় দেড় শ বছরের ঐতিহ্যবাহী এই বিদ্যালয়টির পুনর্মিলনী প্রথমবারের মতো গতকাল শুক্রবার অনুষ্ঠিত হলো। সাবেক শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের প্রাণোচ্ছল পদচারণায় যেন মিলনমেলায় পরিণত হয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ। আর সেই আনন্দঘন আয়োজন থেকে নেওয়া হয় বাংলাদেশকে এগিয়ে নেওয়ার শপথ।

রাজশাহীর সরকারি পিএন বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রথম পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা গতকাল দেশকে এগিয়ে নেওয়ার শপথ করেন ● প্রথম আলো

শৈশবের স্মৃতিমাখা বিদ্যালয়ে এসে সবাইকে এই শপথ পাঠ করান সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধূরী। উদ্বোধনী সংগীত আর শুভেচ্ছা বক্তব্যের পর মঞ্চে আসেন তিনি। রাজশাহীর সরকারি পিএন বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের ১৯৫৬ ব্যাচের এই শিক্ষার্থী বলেন, 'আজ আমাদের একটাই পরিচয়। আমরা পিএন স্কুলের সাবেক শিক্ষার্থী। এই পরিচয়ে আমরা সবাই আজ গর্বিত। আমরা সবাই একসঙ্গে হতে পেরে আনন্দিত।' এরপর তিনি বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কাজ করার জন্য উপস্থিত সবাইকে শপথ পাঠ করান। তখন সমবেত কণ্ঠে সবাই বলেন, 'আমরা পিএন স্কুলের শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে শপথ নিচ্ছি যে এ দেশের প্রতিটি শিশুর শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য যে যেখানে আছি, সেখান থেকে কাজ করব। নারীর মর্যাদা রক্ষার জন্য যতটুকু পারি কাজ করব। বাংলাদেশকে সবাই মিলে এগিয়ে নিয়ে যাব।'

এরপর কাটা হয় পুনর্মিলনীর কেক। নেচে-গেয়ে আনন্দ-উল্লাস করেন প্রাক্তন ছাত্রীরা। পাশাপাশি চলে স্কুলজীবনের স্মৃতিচারণা। বয়সের ভারে নুয়ে পড়া ১৯৫০ ব্যাচের শিক্ষার্থী সুফিয়া সুলতানও এসেছিলেন। তিনি বলেন, 'আমি এই স্কুলে পড়েছি। আমার মেয়ে ও নাতনিরাও এই স্কুলে পড়েছে। অনেক দিন ধরে এমন অনুষ্ঠানের অপেক্ষায় ছিলাম।' সরকারি পিএন বালিকা বিদ্যালয়ে একসময় ছেলেরাও পড়তেন। তাঁদেরই একজন রাজশাহী সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র ও নগর আওয়ামী লীগের সভাপতি এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন।

দিনব্যাপী প্রথম পুনর্মিলনীর শুরুতে সকালে বিদ্যালয় চত্বর থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি সাহেববাজার জিরো পয়েন্ট, মনিচত্বর হয়ে পুনরায় বিদ্যালয়ে এসে শেষ হয়। সকালের নাশতা শেষে বেলা ১১টা থেকে দুপুর পর্যন্ত চলে আলোচনা ও স্মৃতিচারণা। নামাজ ও দুপুরের খাবারের বিরতির পর বিকেলে আয়োজন করা হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। সন্ধ্যায় ছিল মনোমুগ্ধকর আতশবাজি ও ফানুস ওড়ানো। রাজশাহী অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী কলাই রুটি ও পিঠাও ছিল অংশগ্রহণকারীদের জন্য।